EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

ইন্টারনেট ব্যবহারে স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা

হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দি নিউজিয়াম
ওয়াশিংটন, ডিসি
২১শে জানুয়ারি, ২০১০

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: এত চমৎকার ভূমিকা প্রদানের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আলবার্তো। আপনাকে আরো ধন্যবাদ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিতে আপনার ও আপনার সহকর্মীদের সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য। এখানে এই নিউজিয়ামে এসে আমি আনন্দিত। আমাদের অমূল্য কিছু স্বাধীনতার চেতনার জন্য এই নিউজিয়াম এক অনন্য স্মৃতিস্তম্ভ। আর এই স্থানে এসে একুশ শতকের নানা চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে এসব স্বাধীনতার প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে কথা বলার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

যদিও আমি আপনাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছি না, কেননা এ ধরনের মঞ্চে আলোটা রয়েছে আমার চোখের ওপর আর আপনারা রয়েছেন অন্ধকারে, তবে আমি জানি আমার অনেক বন্ধু ও প্রাক্তন সহকর্মী এখানে উপস্থিত আছেন। আমি নিউজিয়ামের ফ্রিডম ফোরামের সিইও চার্লস ওভারবি, সিনেটে আমার প্রাক্তন সহকর্মী সিনেটর এডওয়ার্ড কফম্যান এবং জো লিবারম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাদের উভয়ই 'কণ্ঠ আইন' (Voice Act) পাসের জন্য কাজ করেছেন। এই আইনে ইন্টারনেটে স্বাধীনতার বিষয়ে কংগ্রেসের এবং আমেরিকার জনগণের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে, যা দলমত নির্বিশেষে সরকারের প্রতিটি শাখার প্রদত্ত এক অঙ্গীকার।

এখানে আমি সিনেটর স্যাম ব্রাউনব্যাক, সিনেটর টেড কফম্যান, প্রতিনিধি লরেটা সানচেজ, কূটনীতিক মহলের প্রতিনিধিবর্গ, রাষ্ট্রদূত, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত এবং ইন্টারনেট স্বাধীনতার ওপর আমাদের আন্তর্জাতিক দর্শনার্থী নেতৃত্ব কর্মসূচিতে (International Visitor Leadership Program) চীন, কলম্বিয়া, ইরান, লেবানন এবং মলডোভা থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের কথা উল্লেখ করতে চাই। আমি এখানে অ্যাসপেন ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার ইসাকসনের কথাও উল্লেখ করতে চাই সম্প্রতি যার নাম আমাদের সম্প্রচার পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অ্যাসপেন ইনস্টিটিউট ইন্টারনেট ব্যবহারে স্বাধীনতার বিষয়ে যে কাজ করছে সেখানেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের ওপর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা। তবে আমার বক্তব্য শুরু করার পূর্বে আমি হাইতির বিষয়ে কেবল সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। কেননা গত আট দিন ধরে হাইতি ও সারবিশ্বের মানুষ এক ভয়ানক হৃদয়বিদারক ঘটনা মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আমাদের গোলার্ধ আমাদের ভাগের কঠিন দিনগুলো দেখেছে, তবে

আমরা পোর্ট অব প্রিন্সে যে অবস্থার মোকাবেলা করছি অতীতে তার উদাহরণ খুব কমই রয়েছে। এখানে যোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলো আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনেক স্থানেই সেগুলো অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত এবং পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই আমরা আমাদের বেসরকারি অংশীদারদের সাথে কাজ করতে শুরু করি; প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীরা যাতে হাইতির ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য এসএমএস বা টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে ত্রাণ কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থসহায়তা করতে পারেন সেজন্য "হাইতি" শীর্ষক প্রচারাভিযান চালু করি। এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের বদান্যতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, এবং এভাবে এ পর্যন্ত পুনর্গঠন তৎপরতার জন্য দুই কোটি পাঁচ লক্ষ ডলার অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে।

ঘটনাস্থলে তথ্য নেটওয়ার্কগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি যখন শনিবার পোর্ট অব প্রিন্সে সেখানকার প্রেসিডেন্ট প্রেভালের সাথে ছিলাম তখন তার কাছে সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলোর একটি ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা এবং অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা। যোগাযোগ ব্যবস্থার যেটুকু বহাল ছিল তাতে সরকার এর বিভিন্ন সংস্থা ও কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিল না। এনজিও, আমাদের বেসামরিক নেতৃত্ব, সামরিক নেতৃত্ব সবার ওপরই এই পরিস্থিতির গুরুতর প্রভাব পড়ে। প্রযুক্তিবিদরা আমাদেরকে চাহিদা এবং সম্পদ চিহ্নিত করতে সাহায্য করার জন্য মিথস্ক্রিয় মানচিত্র তৈরি করে। গত সোমবার সাত বছরের একটি বালিকা ও দুজন নারীকে একটি সুপারমার্কেটের ধ্বংসস্তুপের নিচ থেকে উদ্ধার করে আমেরিকার অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল। তারা সাহায্য চেয়ে এসএমএস পাঠানোর পর তাদেরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বর্তমানে এসব উদাহরণগুলো আরো বড় একটি বিষয়কে তুলে ধরছে।

তথ্য নেটওয়ার্কগুলোর বিস্তার আমাদের পৃথিবীতে একটি নতুন স্নায়ুকেন্দ্র গঠন করছে। হাইতি বা হুনানে যেখানেই কিছু ঘটছে আমরা সবাই ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তা জানতে পারছি। এবং আমরা সাথে সাথেই এ ব্যাপারে সাড়া দিতে পারছি। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সাহায্যদানে আগ্রহী আমেরিকানরা এবং সুপারমার্কেটে ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে থাকা মেয়েটি যে উপায়ে যোগাযোগ করল তার কথা এক প্রজন্ম আগে, এমনকি একবছর আগেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি। এই ব্যাপারটি আজ প্রায় সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে মুহূর্তে আমরা এখানে বসে আলোচনা করছি তখন আপনাদের কেউ একজন, সম্ভাবনা বেশি আমাদের নতুন প্রজন্মের কেউ হয়ত আমাদের নিত্য ব্যবহার্য একটি যন্ত্র বের করে তার মাধ্যমে আমাদের এই আলোচনাকে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

বহুদিক থেকেই বর্তমান সময়ের মত তথ্য কখনোই এতটা মুক্ত ছিল না। ইতিহাসের যেকোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি ধ্যান-ধারণা অনেক বেশি মানুষের কাছে পাঠানোর অনেক বেশি উপায় রয়েছে। এমনকি কর্তৃত্ববাদী দেশগুলোতেও তথ্য নেটওয়ার্কগুলো মানুষকে নতুন নতুন বিষয় জানতে এবং সরকারকে আরো জবাবদিহি করতে সাহায্য করে।

উদাহরণস্বরূপ, নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট ওবামা তার চীন সফরের সময় ইন্টারনেটের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করতে অনলাইনে একটি টাউন হল বৈঠক করেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানো এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি মানুষের স্বাধীনভাবে তথ্য লাভের অধিকারের পক্ষে কথা বলেন এবং বলেন যে তথ্য প্রবাহ যত মুক্ত হবে, সমাজও তত

শক্তিশালী হবে। তথ্য লাভের সুযোগ কিভাবে নাগরিকদের তাদের সরকারকে জবাবদিহি করতে, নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার জন্ম দিতে সাহায্য করে এবং সৃজনশীল ও উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করে সেসব বিষয়ে তিনি কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্র এই বাস্তব সত্যে বিশ্বাস করে, আর তাই আজ আমি এখানে আপনাদের সামনে কথা বলছি।

যোগাযোগের এ অভূতপূর্ব জোয়ারের মাঝে আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এ প্রযুক্তি পুরোপুরি নিরুপদ্রব আশীর্বাদ নয়। মানব অগ্রগতি ও রাজনৈতিক অধিকারকে খর্ব করার জন্য এসব প্রযুক্তির অপব্যবহার হতে পারে। স্টিল যেমনি হাসপাতাল তৈরির জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে আবার মেশিনগান তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে, আণবিক শক্তি একটি শহরকে শক্তিশালী করতে আবার একে পুরোপুরি ধ্বংসও করতে পারে; ঠিক তেমনি আধুনিক তথ্য নেটওয়ার্ক এবং যে প্রযুক্তির মাধ্যমে তা পরিচালিত হয় তা ভালো-মন্দ উভয়কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে। যে নেটওয়ার্ক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকে সংগঠিত করতে পারে সেই একই নেটওয়ার্ক ঘৃণা ছড়াতে এবং নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতা উস্কে দিতে আলকায়েদাকে সাহায্য করে। যে প্রযুক্তি সরকারের কাছে পৌঁছানোর দুয়ার খুলে দেয় এবং স্বচ্ছতাকে উৎসাহিত করে সেই একই প্রযুক্তিকে বিরোধীদের দমন ও মানবাধিকার লংঘনের জন্য সরকারগুলো ছিনতাই করতে পারে।

গত বছর তথ্যের অবাধ প্রবাহের ক্ষেত্রে আমরা হুমকি দেখতে পাই। চীন, তিউনিশিয়া এবং উজবেকিস্তানের সরকারগুলো ইন্টারনেটের ওপর সেন্সরশিপ আরো কঠোর করে। ভিয়েতনামে জনপ্রিয় সামাজিক নেটওয়ার্কের সাইটগুলোয় প্রবেশাধিকার হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যায়। গত শুক্রবার মিশরে ৩০ জন ব্লগার এবং কর্মীকে আটক করা হয়। এই দলের একজন সদস্য, বাসেম সামির, যিনি সৌভাগ্যবশত কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন, আজ আমাদের সাথে আছেন। তাই এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে এই প্রযুক্তি আমাদের বিশ্বকে বদলে দিচ্ছে কিন্তু এ পরিবর্তন বিশ্বের মানুষের মানবাধিকার ও কল্যাণের ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

স্বাধীনতা ও অগ্রগতির সংগ্রামে নতুন প্রযুক্তি নিজে কোন পক্ষ অবলম্বন করে না তবে যুক্তরাষ্ট্র তা করে থাকে। আমরা এমন এক ইন্টারনেটের পক্ষে যার জ্ঞান ও ধ্যানধারণায় সকল মানুষের সমান প্রবেশাধিকার থাকবে। আমরা স্বীকার করি যে বিশ্বের তথ্য অবকাঠামো তেমনটিই হবে আমরা ও অন্যান্যরা এটিকে যেমনটি তৈরি করব। বর্তমানের এই চ্যালেঞ্জ হয়ত নতুন, তবে ধ্যান-ধারণার স্বাধীন আদান-প্রদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব আমার রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু। এই ভবনের সামনেই আমাদের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ৫০ টনি টেনেসি মার্বেলে খোদাই করা আছে। আমেরিকার প্রতিটি প্রজন্ম এ পাথরে খোদাই করা প্রতিটি মূল্যবোধকে রক্ষা করার জন্য কাজ করেছে।

এইসব ধারণাগুলোর ওপর ভিত্তি করেই ১৯৪১ সালে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট তার 'চার স্বাধীনতা' ভিত্তিক বক্তৃতা দেন। বর্তমানে আমেরিকানরা একের পর এক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে। তবে সময়ের সব সমস্যাকে ছাপিয়ে তারা এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যেখানে সব মানুষ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা উপভোগ করবে এবং অভাব ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি পাবে। তারও অনেক বছর পর আমার জীবনাদর্শের অন্যতম নায়ক এলিনর রুজভেল্ট সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার মূলনীতি হিসেবে এই নীতিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করেন। এগুলো ধ্রুব তারার ন্যায় পরবর্তী প্রতিটি প্রজন্মকে পথ দেখাচ্ছে, উজ্জীবিত করছে এবং অনিশ্চয়তার মাঝে সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম করছে।

তাই প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদেরকে এই ঐতিহ্য নিয়েও ভাবতে হবে। আমাদের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে আমাদের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময় প্রেসিডেন্ট ওবামা তার বক্তৃতায় এমন এক পৃথিবী গড়ে তোলার কথা বলেন যেখানে প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এর কয়েকদিন পর জর্জটাউনে মানবাধিকারের ওপর আমার এক বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম আমাদেরকে অবশ্যই মানবাধিকারকে বাস্তবরূপ দিতে হবে। আজ আমরা ২১ শতকের ডিজিটাল জগতে এইসব স্বাধীনতাগুলোকে রক্ষা করার এক আশু তাগিদ অনুভব করছি।

বিশ্বে আরো অনেক নেটওয়ার্ক রয়েছে। এদের কতগুলো মানুষ ও সম্পদের চলাচল ও আদানপ্রদানে সহায়তা করে, আবার কিছু একই কাজ বা স্বার্থের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আদান-প্রদানে সহায়তা করে। তবে ইন্টারনেট হল এমন এক নেটওয়ার্ক যা সকলের ক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আর তাই আমরা বিশ্বাস করি এর ব্যবহারকারীদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাটা অত্যন্ত জরুরি। আর এগুলোর মধ্যে সবার আগে আসে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা এখন কেবল নাগরিকরা মুক্তাঙ্গনে গিয়ে নির্ভয়ে সরকারের সমালোচনা করতে পারে কিনা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বগ, ইমেইল, সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং সংক্ষিপ্ত বার্তা (এসএমএস) ধ্যান-ধারণা আদান-প্রদানের নতুন নতুন ফোরাম খুলেছে। আর এগুলো পরিণত হচ্ছে সেন্সর আরোপের নতুন সব টার্গেটে।

যে মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে এ কথাগুলো বলছি, তখন হয়ত কোথাও কোথাও সরকারের সেন্সরবিভাগ ইতিহাসের পাতা থেকে আমার এ কথাগুলো মুছে ফেলতে তৎপর হয়ে কাজ করছে। কিন্তু ইতিহাস ইতিমধ্যেই এ ধরনের কৌশলকে নিন্দা জানিয়েছে। দুই মাস আগে বার্লিন দেয়াল পতনের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি জার্মানিতে গিয়েছিলাম। 'সামিজদাত' নামক পুস্তিকা বিতরণের মাধ্যমে যে সাহসী নারী-পুরুষরা সে দেয়ালের দূর প্রান্ত থেকে দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল এ অনুষ্ঠানে আগত নেতৃবৃন্দ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এসব পুস্তিকা পূর্ব অংশে একনায়কতন্ত্রের দাবি ও উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং বহু মানুষকে এসব বিতরণের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। তবে তাদের এ প্রতিবাদ লৌহ যবনিকা (Iron Curtain) ছেদ করতে সাহায্য করে।

বার্লিন একটি বিভক্ত পৃথিবীর প্রতীক এবং তা একটি যুগকে উপস্থাপন করে। এখন সেই দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ এই যাদুঘরে শোভা পাচ্ছে। আর বর্তমানে আমাদের যুগের নতুন প্রতীক হল ইন্টারনেট। বিভক্তির পরিবর্তে এটি সংযুক্তিকে উপস্থাপন করে। তবে সারা বিশ্বের সমস্ত দেশে এই নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দৃশ্যমান দেয়ালের পরিবর্তে গড়ে উঠছে ভার্চ্যুয়াল দেয়াল। কিছু কিছু দেশ ইলেকট্রনিক দেয়াল তৈরি করেছে যাতে তাদের দেশের মানুষ বিশ্বের নেটওর্য়াকের অংশবিশেষে প্রবেশাধিকার না পায়। তারা 'সার্চ ইঞ্জিন' থেকে কিছু শব্দ, নাম ও বাক্যাংশ মুছে ফেলে। যেসব নাগরিক অসহিংস রাজনৈতিক আলোচনার সাথে যুক্ত হয় তারা এদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার লংঘন করেছে। এ ধরনের পদক্ষেপ সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার লংঘন, যাতে বলা হয়েছে যে সব মানুষের 'দেশ-কাল নির্বিশেষে যে কোন গণমাধ্যম থেকে তথ্য ও ধারণা অনুসন্ধান, গ্রহণ এবং তা প্রদানের' অধিকার রয়েছে। এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের রীতির বিস্তারের কারণে বিশ্বের বেশ কিছু অংশে তথ্যের যবনিকা নামতে শুরু করেছে। এবং এই বিভক্তির বিরুদ্ধে ভাইরাল ভিডিও আর ব্লগ পোস্ট হল আমাদের সময়ের সামিজদাত।

অতীতে একনায়কতন্ত্রের সময় সরকার স্বাধীন চিন্তাবিদদের টার্গেট করত যারা এ ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার

করত। ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পরবর্তী বিক্ষোভের সময় মোবাইল ফোন দিয়ে তোলা এক নারীর রক্তাক্ত মৃত দেহের ছবি সরকারের বর্বরতার ডিজিটাল প্রমাণ উপস্থাপন করে। আমরা এ ধরনের প্রতিবেদন দেখেছি যে যখন বিদেশে বসবাসকারী ইরানিরা তাদের সরকারের সমালোচনা করে অনলাইনে কোন লেখা পোস্ট করে তখন ইরানে তাদের পরিবারের সদস্যদের শাস্তির হুমকি দেয়া হয়। সরকার ভয়-ভীতি দেখাতে থাকলেও ইরানের সাহসী সাংবাদিকেরা তাদের দেশের ভেতরে কি ঘটছে তা তাদের অন্যান্য দেশী ভাইদের ও সারা বিশ্বকে জানাতে প্রযুক্তির ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে। নিজেদের মানবাধিকারের ব্যাপারে কথা বলার মাধ্যমে ইরানের জনগণ সারা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। সত্যের বিস্তারে ও অবিচারকে সবার সামনে তুলে ধরতে প্রযুক্তি কিভাবে ব্যবহৃত হয় তাদের সাহসিকতা আমাদেরকে তা আবারো দেখায়।

তবে সব সমাজেই একথা স্বীকার করা হয় যে স্বাধীন মতামত প্রকাশেরও একটা সীমারেখা আছে। আমরা তাদেরকে সহ্য করব না যারা অন্যদেরকে সহিংস হতে উস্কে দেয়। যেমন আল-কায়েদার সদস্য। যারা সারা বিশ্বে নিরীহ মানুষদের গণহত্যায় উৎসাহ দিতে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করছে। ধর্ম, বর্ণ, জাতীয় পরিচয়, জেন্ডার এবং যৌনমুখিতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে প্রদত্ত ঘৃণার বিস্তারকারী ভাষণ অবশ্যই নিন্দনীয়। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটি হল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই এসব উদীয়মান চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এসব বেনামি বক্তৃতার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। যারা সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের দলে ভেড়াবার জন্য বা চুরি করা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বিতরণের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে, বাস্তব জগতে তাদের যে পরিচয় ও তাদের অনলাইন কার্যক্রম কোন আলাদা বিষয় নয়। তবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার নামে যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করেন তাদের অধিকার ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে বিভিন্ন দেশের সরকার অবশ্যই লংঘন করবেন না।

নতুন প্রযুক্তি বিস্তারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা, তবে এটিই একমাত্র স্বাধীনতা নয়। ধর্মপালনের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তির তার সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করার অধিকার। এটি যোগাযোগের এমন এক চ্যানেল যা প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে না। তবে ধর্মপালনের অধিকার বলতে সেই সার্বজনীন অধিকারকেও বোঝানো হয় যেখানে মানবজাতি সম্পর্কে একই মূল্যবোধ ও দর্শনে বিশ্বাসী মানুষেরা কাছাকাছি আসতে পারে। ইতিহাসে এ ধরনের সমাবেশ মসজিদে, মন্দিরে, গির্জায় ও অন্যান্য উপাসনালয়ে হয়েছে। আজ তা অনলাইনেও ঘটে থাকে।

বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে বিভেদ দূর করতে ইন্টারনেট সাহায্য করতে পারে। কায়রোয় প্রেসিডেন্ট ওবামা যেমনটি বলেছেন, মানুষের একত্রে মিলে মিশে বসবাসের মূলে রয়েছে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। আর আজ যখন আমরা সংলাপ বিস্তারের উপায় খুঁজছি তখন ইন্টারনেটের মাঝে দেখতে পাচ্ছি তার বিপুল সম্ভাবনা। আমরা ইতিমধ্যেই বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য সারা বিশ্বের মুসলমান সম্প্রদায়ের তরুণদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে শুরু করেছি। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনাকে উৎসাহিত করতে আমরা এ প্রযুক্তির ব্যবহার অব্যাহত রাখব।

তবে কিছু দেশ বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে টার্গেট করতে এবং তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করছে। যেমন, গত বছর সৌদি আরবে খ্রিস্টধর্মের বিষয়ে ব্লগে লেখার জন্য একজন ব্যক্তিকে কয়েক মাস জেল খাটতে

হয়। হার্ভার্ডের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সৌদি আরবের সরকার হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদি এমনকি ইসলাম ধর্ম বিষয়ক অনেক ওয়েবসাইট ব্লক করে রেখেছে। ভিয়েতনাম ও চীনসহ অন্যান্য দেশও ধর্মীয় তথ্য লাভের সুযোগে বাধাপ্রদানের জন্য একই ধরনের কৌশল প্রয়োগ করছে।

তাই এসব প্রযুক্তিকে যেমন শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়, তেমনি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন বা কণ্ঠরোধ করার জন্যও এগুলোকে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রার্থনা সবসময়ই উচ্চস্তরের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হবে। তবে ইন্টারনেট ও সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোকে ব্যক্তি তার উপাসনার সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবে। আমরা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমনটি করে থাকি ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরকে অবশ্যই ধর্মপালনের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে হবে।

এখনো শতসহস্র মানুষ এ প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের পৃথিবীতে যেমনটা আমি অনেকবারই বলেছি, প্রতিভা সকল স্থানে থাকলেও সুযোগ সকল স্থানে নেই। আর আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যেসব দেশের মানুষ জ্ঞান, বাজার, মূলধন এবং সুযোগ লাভের সুবিধা পায় না সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা হতাশাব্যঞ্জক এবং কখনো কখনো বৃথা চেষ্টায় পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এক চমৎকার সাম্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। জ্ঞান ও সম্ভাব্য বাজারে প্রবেশাধিকার প্রদান করে নেটওয়ার্ক এমন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে যা আগে ছিল না।

গতবছর আমি নিজ চোখে কেনিয়াতে এর প্রমাণ দেখতে পাই, যেখানকার কৃষকরা মোবাইল ব্যাংকিং প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করার মাধ্যমে তাদের আয় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়; বাংলাদেশে তিন লক্ষ মানুষ তাদের মোবাইল ফোনে ইংরেজি শেখার জন্য সাইন আপ করে; এবং আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তরা ক্ষুদ্র ঋণ লাভের জন্য এবং নিজেদেরকে বিশ্ব বাজারের সাথে যুক্ত করতে ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

অগ্রগতির এ উদাহরণ বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর কোটি কোটি মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন করা যায়। কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপব যে ধরনের পরিবর্তন এনেছে অনেক ক্ষেত্রেই ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সে ধরনের অবদান রাখতে পারে। আপনি এখন অনেক অল্প খরচে অনেক বেশি ফসল পেতে পারেন। বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে একটি সাধারণ উন্নয়নশীল দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু জিডিপি ১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের ক্ষেত্রে যদি আমরা ধরি তাহলে এটি দাঁড়াবে প্রায় এক হাজার কোটি ডলার।

আন্তর্জাতিক তথ্য নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তি মানেই আধুনিকতার সাথে যুক্ত হওয়া। এসব প্রযুক্তির বিকাশের প্রথমদিকে অনেকেই মনে করেছিল যে এটি বিশ্বকে বিভক্ত করে দেবে। কিন্তু তা ঘটেনি। আজ চার হাজার কোটি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী রয়েছে। বাজারের দোকানদার, রিকশা চালক এবং শিক্ষা ও সুযোগলাভে ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত আরো অনেকের হাতেই এ মোবাইল ফোন রয়েছে। তথ্য নেটওয়ার্ক একটি চমৎকার ভারসাম্যবিধানকারী এবং মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও অভাব মুক্তির জন্য আমাদের উচিত এগুলোকে ব্যবহার করা।

মানুষ যখন অগ্রগতি অর্জনের জন্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সংযুক্ত হবার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তখন মানুষ কি অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে এখন আমাদের আশাবাদী হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে ভুলে যাবেন না কেউ কেউ

মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বের তথ্য নেটওয়ার্কগুলোর ব্যবহার চালিয়েই যাবে। সহিংস চরমপন্থী, অপরাধী গোষ্ঠী, যৌনোন্মত্ত হায়েনা আর কর্তৃত্বপরায়ন সরকার সকলেই এ বিশ্ব নেটওয়ার্কের অপব্যবহার করবে। যেভাবে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদের সমাজের উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে, তেমনিভাবে সহিংস চরমপন্থীরাও মানুষকে উগ্রপন্থী করতে এবং ভয়-ভীতিকে ছড়িয়ে দিতে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে। স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার জন্য কাজ করার সাথে সাথে যারা যোগাযোগ নেটওয়ার্ককে বিশৃংখলা ও ভয়-ভীতি সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যহার করছে তাদের বিরুদ্ধেও আমাদের কাজ করতে হবে।

সরকার ও জনগণের এ বিষয়ে অবশ্যই আস্থা থাকতে হবে যে তাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে যে নেটওয়ার্ক তা নিরাপদ ও স্থিতিস্থাপক। এ বিষয়টি কেবল এখন আর সামান্য হ্যাকারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যারা ওয়েবসাইটের চেহারা বদলে দেয়। আমরা যদি আমাদের তথ্য নেটওয়ার্কের নিরাপত্তার ওপর আস্থা রাখতে না পারি তাহলে আমাদের অনলাইনে ব্যাংকিং কার্যক্রম, ই-কমার্স বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ হিসেবে কোটি কোটি ডলারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সবই হুমকির সম্মুখীন হবে।

এ ধরনের ব্যবস্থায় কোন বিশৃংখলতা দেখা দিলে সরকার, বেসরকারি খাত এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সকলকে সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অপরাধী হ্যাকার এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র যখন অর্থনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য এইসব নেটওয়ার্কগুলোর ওপর হামলা চালায় তখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যাতে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করতে আমাদের আরো উপাদানের প্রয়োজন। একই কথা সত্য সামাজিক ব্যাধির ক্ষেত্রেও, যেমন, যখন শিশুদের নিয়ে পর্নোগ্রাফি এবং পাচার করা নারী ও মেয়ে শিশুদের উপভোগের জন্য অনলাইনে উপস্থাপন করা হয় এবং যারা তাদেরকে ব্যবহার করে মুনাফা লুটতে চায়। আমরা প্রশংসা করি সাইবার অপরাধ বিষয়ক ইউরোপিয় কনভেনশনের, যেটি এ ধরনের অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ সুগম করে। আমরা আশা করছি এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা আরো দ্বিগুণ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার থেকে এবং এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্বের সাইবার নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা আরো জোরদার করার জন্য আমরা এর কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এর ওপর কাজ করার জন্য অনেকেই রয়েছে। তারা একযোগে কাজ করছে এবং দু বছর আগে আমরা সাইবার স্পেসে পররাষ্ট্র নীতির সমন্বয়ের জন্য একটি অফিস স্থাপন করেছি। আমরা জাতিসংঘ এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক ফোরামে এ চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরার এবং বিশ্ব এজেন্ডায় সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করেছি। এবং প্রেসিডেন্ট ওবামা মাত্র কিছুদিন আগেই একজন নতুন সাইবার স্পেস বিষয়ক নীতি সমন্বয়কারী নিয়োগ করেন যিনি আমাদেরকে আমাদের সবার নেটওয়ার্ক যাতে মুক্ত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য থাকে তা নিশ্চিত করতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে সাহায্য করবেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্র, সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গি এবং তাদের ছদ্মবেশে যারা কাজ করবে এমন সবার জেনে রাখা উচিত যুক্তরাষ্ট্র তার নেটওয়ার্কগুলো সুরক্ষিত রাখবে। যারা আমাদের সমাজে তথ্যের মুক্ত প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে বা আমাদের অর্থনীতি, আমাদের সরকার এবং আমাদের সুশীল সমাজের প্রতি হুমকির স্বরূপ, তাদেরও তা মনে রাখা উচিত। যেসব দেশ বা ব্যক্তি সাইবার আক্রমণের সাথে জড়িত তাদেরকে এর পরিণতি ভোগ এবং আন্তর্জাতিকভাবে শাস্তির সম্মুখীন হওয়া উচিত।

পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত এই বিশ্বে একটি দেশের নেটওয়ার্কের ওপর হামলা মানেই সব দেশের নেটওয়ার্কের ওপর হামলা। এই বার্তার ওপর জোর প্রদানের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আচরণের একটি রীতি সৃষ্টি করতে পারব এবং বিশ্ব নেটওয়ার্কের ব্যাপারে সাধারণ এই রীতি মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করতে পারব।

সর্বশেষে স্বাধীনতা, যেটি সম্পর্কে আমাদের প্রেসিডেন্ট ও মিসেস রুজভেল্ট চিন্তা করেছিলেন এবং অনেক বছর আগে লিখে গিয়েছিলেন এবং আমরা ইতিমধ্যেই যে চারটি স্বাধীনতার কথা বলেছি এই অপর স্বাধীনতাও তা থেকে উৎসারিত। আর তা হলো- সংযুক্ত হবার স্বাধীনতা-- সরকারের উচিত নয় জনগণকে ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট বা তাদের একে অন্যের সাথে সংযুক্ত হওয়া থেকে প্রতিহত করা। সংযুক্ত হবার স্বাধীনতা সমবেত হবার স্বাধীনতার মতই, তবে তা কেবল সাইবারস্পেসে। এটি জনগণকে অনলাইনে আসতে, একত্রিত হতে এবং আশাব্যঞ্জকভাবে সহযোগিতা করার সুযোগ দেয়। একবার যদি আপনি ইন্টারনেটে যেতে পারেন তাহলে সমাজের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে আপনাকে বিশাল ধনী বা রক তারকা হতে হবে না। তের বছরের এক বালক মুম্বাইয়ের সন্ত্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ধরনের গণসাড়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সে রক্তদানকারীদের সংগঠিত করতে এবং সব ধর্মের মানুষ যাতে শোক জানাতে পারে তার জন্য একটি বিশাল শোক বই খুলতে সামাজিক নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করেছিল। কলম্বিয়ায় বেকার এক ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বের ১৯০টি শহরের এক কোটি ২০ লক্ষ মানুষকে ফার্ক (এফএআরসি) সন্ত্রাসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সংগঠিত করতে পেরেছিল। এই প্রতিবাদ মিছিল ছিল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বিক্ষোভ। এর পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে ফার্ক থেকে যত মানুষ সরে এসেছে একযুগের সামরিক হামলার সময়েও তা ঘটেনি। এবং মেক্সিকোতে মাদক সংক্রান্ত সহিংসতায় চরমভাবে হতাশ একজন নাগরিকের একটি মাত্র ইমেইল দেশটির ৩২টি রাজ্যের সবকটিতে ব্যাপক বিক্ষোভ মিছিলের জন্ম দেয়। কেবল মেক্সিকো শহরেই এক লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। সুতরাং যারা সহিংসতা, অপরাধ আর চরমপন্থাকে উৎসাহিত করে ইন্টারনেট তাদের বিরুদ্ধে মানব জাতিকে লড়তে সাহায্য করে।

ইরান, মলডোভা এবং অন্যান্য দেশে গণতন্ত্রকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং সন্দেহজনক নির্বাচনী ফলাফলের বিরুদ্ধে জনগণ যাতে প্রতিবাদ জানাতে পারে সেজন্য অনলাইনের মাধ্যমে সংগঠিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যুক্তরাষ্ট্রের মত সুপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের দেশেও ইতিহাসকে বদলে দিতে আমরা এসব প্রযুক্তির ক্ষমতা দেখেছি। আপনাদের কেউ কেউ এখনো ২০০৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা স্মরণ করতে পারেন। (হাসি)

এইসব প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত হবার স্বাধীনতা সমাজকে বদলে দিতে সাহায্য করতে পারে। তবে তা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি একজন ডাক্তারের কাহিনী আমাকে ভীষণভাবে স্পর্শ করেছে। আমি বলব না তিনি কোন দেশের ডাক্তার, যিনি তার মেয়ের বিরল ব্যাধির কারণ জানার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিলেন। তিনি দুই ডজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করেও এর কোন সদুত্তর পাননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্টারনেটের একটি 'সার্চ ইঞ্জিন' ব্যবহার করে তিনি এর কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারেন। এ কারণেই অনুসন্ধান নেটওয়ার্কে অবাধ প্রবেশাধিকার ব্যক্তি জীবনেও এত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং আজ আমি যেসব মূলনীতির কথা বললাম সেগুলো আমাদের ইন্টারনেট স্বাধীনতা এবং এসব প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশনা দেবে। আমি এখন বলতে চাই বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এগুলোর

প্রয়োগ ঘটাবো। যুক্তরাষ্ট্র এসব স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সম্পদ বিনিয়োগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের জাতি পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে আসা ও সব ধরনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অভিবাসীদের নিয়ে গঠিত। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার হাত বাড়াবে তখন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি আর কোন দেশেই এর সুফল পাবে না। আর যখন যুদ্ধ ও ভুল বোঝাবুঝির কারণে দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় তখন কোন রাষ্ট্রের কাঁধেই এর দায়ভার এর চেয়ে বেশি করে চাপবে না। সুতরাং আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে যে সুযোগগুলো আসছে তা গ্রহণ করতে আমরা ভালোভাবেই প্রস্তুত। তাই ইন্টারনেটসহ আরো অনেক প্রযুক্তির জন্ম যেহেতু আমাদের দেশেই তাই এগুলো যাতে ভালো কাজে ব্যবহৃত হয় তা দেখার দায়িত্বও আমাদের। আর এটি করার জন্য ২১ শতকের রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের নীতিমালা ও অগ্রাধিকারকে নতুনরূপে সাজানো সহজ হবে না। তেমনি সহজ নয় নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপখাওয়ানো। যখন প্রথম টেলিগ্রাফ চালু হয়, তখন কূটনৈতিক মহলের অনেকের কাছেই এটি ছিল একটি গভীর উদ্বেগের উৎস। তখন প্রতিদিন কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা পাওয়ার বিষয়টিকে অনেকেই তেমন একটা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তবে আমাদের কূটনীতিকরা যেমন ধীরে ধীরে এ প্রযুক্তিকে আয়ত্ত করে ফেললেন, তেমনভাবে তারা এই নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে একই কাজ করতে শুরু করছেন। আমি গর্বিত যে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই ৪০টিরও বেশি দেশে এমন ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে কাজ করছে যাদের সরকারের দমননীতির কারণে কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। জাতিসংঘেও এ বিষয়টিকে যাতে অগ্রাধিকার দেয়া হয় সেজন্য আমরা কাজ করছি এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে ফিরে যাবার পর আমাদের প্রথম প্রস্তাবেই ইন্টারনেট ব্যবহারে স্বাধীনতাকে অন্তর্ভুক্ত করছি।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আরোপিত সেন্সরশিপকে পাশ কাটিয়ে নাগরিকদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা চর্চ্চায় সক্ষম করে এমন নতুন প্রযুক্তি বা পন্থার উন্নয়নকেও আমরা সমর্থন করি। এসব প্রযুক্তি যাদের প্রয়োজন তারা যাতে তাদের স্থানীয় ভাষায় তা পেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সারাবিশ্বের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে অর্থ সাহায্য প্রদান করছি। যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছুদিন ধরেই এ ধরনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করে আসছে যাতে যতটা সম্ভব দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে এ কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন করা যায়। আমেরিকার জনগণ এবং যেসব দেশ ইন্টারনেটের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাদের উভয়কেই বুঝতে হবে যে আমাদের সরকার ইন্টারনেটে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এসব হাতিয়ার এমনসব মানুষের হাতে তুলে দিতে চাই যারা একে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, প্রেসিডেন্ট ওবামার পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার জন্য, দারিদ্র্য থেকে মানুষের উত্তোরণ ঘটাবে এমন টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যবহার করবে।

আর তাই আমি আজ ঘোষণা করছি আগামী বছরগুলোতে আমরা শিল্প, শিক্ষা ও বেসরকারি খাতে আমাদের অংশীদারদের সাথে এমন এক প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করব যা সংযোগ প্রযুক্তির শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং আমাদের কূটনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে তা প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে। মোবাইল ফোন, ম্যাপিং অ্যাপ্লিকেশন এবং অন্যান্য নতুন নতুন প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করার মাধ্যমে আমরা আমাদের নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ঘটাতে পারি এবং আমাদের প্রচলিত

কূটনীতিকে আরো শক্তিশালী করতে পারি। আমরা নতুন কিছু উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজারে যেসব ঘাটতি রয়েছে তাও চিহ্নিত করতে পারি।

এখানে আমি আপনাদেরকে একটি উদাহরণ দিতে চাই। ধরুন আমি মোবাইল ফোনের এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চাই যার মাধ্যমে মানুষ আমাদের মন্ত্রণালয়গুলোসহ বিভিন্ন সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোকে তাদের সাড়াপ্রদানসময়, দক্ষতা এবং দুর্নীতি অনুসন্ধান ও অবহিত করার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে পারবে। এ চিন্তাকে বাস্তবরূপ দানের মত প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ইতিমধ্যেই কোটি কোটি সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর হাতে রয়েছে। এটি তৈরি করার ও বাস্তবায়ন করার জন্য যে সফটওয়্যার প্রয়োজন তার মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম।

জনগণ যদি এই প্রযুক্তির সুযোগ নেয়, তাহলে এটি আমাদেরকে আমাদের বিদেশি সাহায্য ব্যয়কে টার্গেট করতে, জীবনমান উন্নয়নে এবং দায়িত্বশীল সরকার রয়েছে এমন দেশে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করবে। তবে ঠিক এখন মোবাইল ফোন প্রযুক্তি উন্নয়নকারীরা নিজেরাই যাতে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে সেজন্য কোন অর্থ সাহায্য পাচ্ছে না এবং বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতেও এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ সরঞ্জাম নেই। তবে এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা কোন বাধা হওয়া উচিত নয় এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সামান্য বিনিয়োগ থেকে যে দীর্ঘমেয়াদি সুফল লাভ করা যায় এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। আমরা এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের সর্বোত্তম পন্থা বের করার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাথে কাজ করব, এবং সবচেয়ে কম সময়ে সর্বোত্তম ফলাফল লাভের জন্য আমাদের প্রযুক্তি কোম্পানি ও অলাভজনক সংস্থাগুলোর প্রতিভা ও সম্পদের প্রয়োজন হবে। সুতরাং এ কক্ষে উপস্থিত যাদের এ ধরনের প্রতিভা, দক্ষতা রয়েছে অনুগ্রহ করে তারা ধরে নিন আমরা আপনাদের সাহায্য করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ইতিমধ্যেই এমন কোম্পানি, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা এমন ধ্যান-ধারণা ও অ্যাপিকেশন নিয়ে কাজ করছে, যা আমাদের কূটনৈতিক ও উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের কাজকে উৎসাহিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্ভাবন বিষয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে। আমরা আমেরিকানদের প্রতি আহ্বান জানাবো অ্যাপ্লিকেশন ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের সেরা ধ্যান-ধারণাগুলো পাঠানোর জন্য, যা ভাষার বাধা দূর করতে, নিরক্ষরতা দূর করতে এবং জনগণকে তাদের প্রয়োজনীয় সেবা ও তথ্যের সাথে সংযুক্ত করতে সাহায্য করবে। মাইক্রোসফট ইতিমধ্যেই ডিজিটাল ডাক্তারের একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করতে পেরেছে, যা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সেবা প্রদানে সাহায্য করে। আমরা এ ধরনের আরো বেশি ধ্যান-ধারণার উদ্ভব দেখতে চাই। আমরা এ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সাথে কাজ করব এবং তাদেরকে, তাদের ধারণাকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য প্রদান করব।

ইতিমধ্যেই গত বছর আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছি সেগুলো এসব নতুন উদ্যোগ এর সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে। আমাদের কূটনীতি ও কূটনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২১ শতকের উপযোগী রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি প্রণয়ন উদ্যোগকে পথনির্দেশনা প্রদানের জন্য আমি প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছি। বিভিন্ন সরকার ও গোষ্ঠীকে সংযোগ প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণে সাহায্য করার জন্য এই দল সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে। তৃণমূল পর্যায়ের সংস্থাগুলোকে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করতে সাহায্য করার জন্য তারা 'সুশীল সমাজ ২.০ উদ্যোগ' গড়ে তোলে। তারা মেক্সিকোতে মাদক সংক্রান্ত সহিংসতা দমনে সাহায্য করার জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে জনগণ

তাদের পরিচয় গোপন রেখে নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদ জানাতে পারবে যাতে পরবর্তীতে তারা প্রতিহিংসার শিকার না হয়। তারা আফগানিস্তানে মোবাইল ব্যাংকিং চালু করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোতেও তারা একই ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। পাকিস্তানে তারা প্রথমবারের মত 'আমাদের কণ্ঠস্বর' (Our Voice) শীর্ষক সামাজিক মোবাইল নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই শতসহস্র মেসেজ আসছে এবং যা সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ইচ্ছুক তরুণ পাকিস্তানিদের মধ্যে সংযোগ ঘটাচ্ছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই, এইসব প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পরিবর্তন আনার জন্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। কিন্তু এখনো আমাদের অনেক কিছুই করার রয়েছে। আমরা যখন ২১ শতকের রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিখাত ও বিদেশী সরকারের সাথে কাজ করছি তখন যে আমি আজ স্বাধীনতাগুলোর যে কথা বলেছি সেগুলো রক্ষায় আমাদের দায়িত্বের কথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে তথ্যলাভের স্বাধীনতা কেবল ভালো নীতি বা আমাদের জাতীয় মূল্যবোধের সাথে সংযুক্ত কোন বিষয় নয়, বরং তা বিশ্বজনীন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও ভালো।

বাজারের পরিভাষায় বলা যায়, তিউনিশিয়া বা ভিয়েতনামের সরকারের তালিকাভুক্ত কোম্পানি যে সেন্সরশিপের পরিবেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এতে তাদের সবসময়ই মুক্ত সমাজের একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম লাভে বা ছাড় দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। যদি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের বিশ্ব সংবাদ ও তথ্যের উৎসে প্রবেশাধিকার না থাকে তাহলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদে তাদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আস্থা হারাতে পারে। যেসব দেশ তথ্য ও সংবাদ সেন্সর করে তাদেরকে অবশ্যই মানতে হবে যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং বাণিজ্য বিষয়ক বক্তৃতা সেন্সর করার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি আপনার দেশের ব্যবসায়ীদের যেকোন একটি তথ্য পাবার অধিকার না থাকে, তাহলে তা অবশ্যম্ভাবীভাবেই প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলবে।

ক্রমান্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ও তথ্যের স্বাধীনতার ওপর জোর দিচ্ছে। আমি আশা করছি যে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কোম্পানি ও বিদেশি সরকারগুলো এ প্রবণতার বিষয়ে নজর দেবে। গুগলকে নিয়ে সর্বসাম্প্রতিক ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। গুগল যেকারণে এ ধরনের ঘোষণায় বাধ্য হল সেই অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের বিষয়ে একটি বিস্তারিত নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য আমরা চাইনিজ কর্তৃপক্ষের দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা এও আশা করছি যে এ তদন্ত ও তার ফলাফল হবে স্বচ্ছ।

ইতিমধ্যেই চীনে ইন্টারনেট এক বিপুল অগ্রগতির উৎস, যা সত্যিই বেশ চমৎকার। চীনে এখন অনেক মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। কিন্তু যেসব দেশ তথ্য লাভের অবাধ প্রবেশাধিকারে বিধিনিষেধ আরোপ করে বা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মৌলিক অধিকার লংঘন করে তারা পরবর্তী শতাব্দির অগ্রগতি থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করার ঝুঁকি গ্রহণ করে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা ইতিবাচক, সহযোগিতামূলক এবং সামগ্রিক সম্পর্কের আলোকে এ মতপার্থক্য ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে দূর করতে আগ্রহী।

তবে বিষয়টি কেবল তথ্য লাভের স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; আসল কথা হল আমরা কি ধরনের পৃথিবী চাই আর কেমন পৃথিবীতে আমরা বাস করব। আমরা কি এমন পৃথিবীতে বাস করব যেখানে এক ইন্টারনেট, এক বিশ্ব সম্প্রদায় এবং একটি সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার আছে যা আমাদের সবার উপকারে আসে ও আমাদেরকে একতাবদ্ধ রাখে, নাকি

একটি খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত পৃথিবীতে বাস করব যেখানে তথ্য ও সুযোগ-সুবিধা নির্ভর করে, আপনি কোথায় বাস করছেন এবং সেন্সরকারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর।

তথ্যের স্বাধীনতা বিশ্ব অগ্রগতির ভিত্তি শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে কাজ করে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে তথ্য লাভের অসম অধিকার আন্তঃসরকার দ্বন্দের অন্যতম প্রধান কারণ। যখন আমরা মারাত্বক কোন দ্বন্দ্বের বা বিপজ্জনক কোন ঘটনার সম্মুখীন হই, তখন উভয়পক্ষ যাতে একই ধরনের তথ্য ও মতামত জানার সুযোগ পায়, সেটা অত্যন্ত জরুরি।

আমেরিকার অবস্থানের কারণে বিদেশি সরকারদের দেয়া তথ্য আমেরিকার জনগণ বিবেচনা করতে পারে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সাথে আপনার যোগাযোগ করার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করি না। তবে যেসব দেশে সেন্সরশিপ আরোপের রীতি রয়েছে সেখানকার জনগণ বাইরের পৃথিবীর মতামত জানতে পারে না। যেমন, উত্তর কোরিয়ার সরকার তার জনগণকে বাইরের পৃথিবীর মতামত থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করেছে। তথ্য ক্ষেত্রে এ ধরনের অসম প্রবেশাধিকার দ্বন্দ্ব এবং ছোটখাটো মতবিরোধ বড় আকার ধারণ করার সম্ভাবনা বাড়ায়। তাই আমি আশা করছি এ ধরনের বৈষম্য দূর করার জন্য বিশ্বের স্থিতিশীলতায় আগ্রহী দায়িত্বশীল সরকারগুলো আমাদের সাথে কাজ করবে।

কোম্পানির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি উচ্চতর নৈতিক দাবির চেয়েও বেশি কিছু। এটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ক্রেতা বা গ্রাহকদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে। সারাবিশ্বেই গ্রাহকরা এ বিষয়ে আস্থা রাখতে চায় যে তারা যে ইন্টারনেট কোম্পানির ওপর নির্ভর করে তারা অনুসন্ধানের একটি সামগ্রিক ফলাফল এবং দায়িত্বশীলতার সাথে তাদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা প্রদান করবে। যেসব প্রতিষ্ঠান সেসব দেশে এ ধরনের আস্থা অর্জন করতে পারবে তথা সে ধরনের সেবা প্রদান করতে পারবে তারাই বিশ্ব বাজারে এগিয়ে যাবে। আমি প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাস করি যারা গ্রাহকদের আস্থা হারাবে তারা ধীরে ধীরে গ্রাহকও হারাবে। আপনি যেখানেই বাস করেন না কেন, মানুষ বিশ্বাস করতে চায় যে, তারা ইন্টারনেটে যা প্রদান করবে তা আবার তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হবে না।

কোন দেশের কোন কোম্পানিরই সেন্সরশিপ মেনে নেয়া উচিত নয়। আমেরিকায় আমেরিকান কোম্পানিগুলোর একটি নীতিগত অবস্থান থাকা প্রয়োজন। এটি হওয়া উচিত আমাদের জাতীয় ব্র্যান্ডের একটি অংশ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সারা বিশ্বে যেসব কোম্পানি এইসব মূলনীতি অনুসরণ করবে সারা পৃথিবীতে গ্রাহকরা তাদেরকে পুরস্কৃত করবে।

সারাবিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি মোকাবেলার একটি ফোরাম হিসেবে আমরা 'বিশ্ব ইন্টারনেট স্বাধীনতা টাস্কফোর্স' কে নতুনরূপে সাজাচ্ছি। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম কোম্পানিগুলোকে সেন্সরশিপ ও নজরদারির জন্য বিদেশি সরকারগুলোর দাবিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করার দায়িত্ব ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানগুলোরও রয়েছে। যখন তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় এ ধরনের স্বাধীনতা খর্ব হবার হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন তাদের কেবল দ্রুত মুনাফা লাভের চিন্তা না করে কোনটি 'ঠিক' তাও চিন্তা করা উচিত।

'বিশ্ব নেটওয়ার্ক উদ্যোগে'র কাজ দেখেও আমরা উৎসাহিত হই। সরকারের সেন্সরশিপের অনুরোধের বিষয়ে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষাবিদ এবং সামাজিক বিনিয়োগ তহবিলের সাথে যেসব প্রযুক্তি কোম্পানি কাজ করছে এটি তাদের একটি স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টা। এ উদ্যোগে কেবল মূলনীতির বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করা হয় না বরং প্রকৃত

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মপদ্ধতি তৈরি করা হয়। তথ্য লাভের স্বাধীনতার ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিখাতের সম্পৃক্ততাকে সমর্থন করার জন্য আমাদের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে আগামী মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক আহ্বান করবে। এতে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করবেন আন্ডার সেক্রেটারি রবার্ট হরম্যাটস এবং মারিয়া ওটেরো। এতে যেসব প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক সেবা প্রদান করে থাকে তাদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারে স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা তাদেরকে একত্রিত করব। কেননা ২১ শতকের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চাই।

আমি আজ যে স্বাধীনতার কথা বলছি আমি বিশ্বাস করি তা প্রতিষ্ঠা করাই সঠিক কাজ। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, এটা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এ এজেন্ডাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার মাধ্যমে আমরা আমাদের মূলনীতি, আমাদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য এবং আমাদের কৌশলগত লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করি। আমাদের এমন এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা প্রয়োজন যেখানে নেটওয়ার্ক ও তথ্যে প্রবেশাধিকার মানুষকে একে অন্যের কাছে আনে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করে। আমরা যে পরিমাণ চ্যালেঞ্জ বর্তমানে মোকাবেলা করছি, সেজন্য আমাদের এখন প্রয়োজন সারা বিশ্ব থেকে এমন কিছু মানুষ যারা তাদের সকল জ্ঞান ও সৃজনশীলতাকে একত্রিত করে আমাদের অর্থনীতির পুনর্নির্মাণে, আমাদের পরিবেশ রক্ষায়, সহিংস চরমপন্থা দমনে এবং এমন এক ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করবে যেখানে প্রতিটি মানুষ তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে জীবন-যাপন করতে এবং তার বিকাশ ঘটাতে পারবে।

সুতরাং সোমবার পোর্ট অব প্রিন্সে যে ছোট্ট মেয়েটিকে ধ্বংসস্তুপের নিচ থেকে টেনে বের করা হয়েছিল তার কথা স্মরণ রাখতে বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সে বেঁচে আছে, সে তার পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রিত হয়েছে। সে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে কারণ এ নেটওয়ার্কগুলো এমন এক কণ্ঠস্বরকে তুলে এনেছে যা মাটির নিচে চাপা পড়েছিল এবং তারপর তা ছড়িয়ে দিয়েছে সমগ্র বিশ্বে। কোন জাতি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির দমনপীড়নের তলায় চাপা পড়ে থাকা উচিত নয়। যখন মানব পরিবার সেন্সরশিপের দেয়াল দ্বারা বিভক্ত অবস্থায় থাকে তখন আমরা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না। আমাদের কানে তাদের কান্না পৌঁছাচ্ছে না বলেও আমরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারি না।

তাহলে আসুন আমরা এ বিষয়ে আমাদের অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করি। বিশ্ব জুড়ে প্রকৃত অগ্রগতির জন্য আসুন আমরা এইসব প্রযুক্তিকে একটি শক্তিতে পরিণত করি। আসুন আমরা আমাদের সময়ের জন্য এবং আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য যারা আমাদের কাছ থেকে সকল সুযোগ-সুবিধা লাভের দাবিদার তাদের জন্য এ স্বাধীনতাগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য সামনে এগিয়ে যাই।

আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ । (হাততালি)

সঞ্চালক: ধন্যবাদ, মাননীয় মন্ত্রী। আপনাকে ধন্যবাদ। মন্ত্রী মহোদয় কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হয়েছেন। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন। দর্শকদের জন্য তিনটি মাইক্রোফোন থাকবে। আপনি যদি সংক্ষেপে প্রশ্ন করেন, তাহলে তা আমাদের জন্য ভালো হয়। অনুগ্রহ করে আপনার পরিচয় দিন। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি দয়া করে মাইক্রোফোনের জন্য একটু অপেক্ষা করুন।

প্রশ্ন: মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনি অনলাইনে পরিচয় গোপন রাখার বিষয়ে কথা বলেছেন এবং কিভাবে তা ... ওহ্ আমি দুঃখিত। আমি রবার্ট (অস্পষ্ট)। আমি নর্দার্ন ভার্জিনিয়া কম্যুনিটি কলেজে কাজ করি। আমি দুঃখিত।

কর্মকর্তা: আপনি কি মাইক্রোফোনটা আরেকটু ওপরে ধরতে পারেন?

প্রশ্নকর্তা: দুঃখিত।

কর্মকর্তা: ধন্যবাদ।

প্রশ্ন: আপনি অনলাইনে পরিচয় গোপন রাখা এবং তা প্রতিরোধ করার বিষয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি সরকার কর্তৃক সেন্সরশিপ আরোপের বিষয়েও কথা বলেছেন। আমি একটু দ্বিধান্বিত। আমি মনে করি কিছু কিছু পরিস্থিতিতে পরিচয় গোপন রাখাটা বেশ উপকারে আসে। তাই আপনি কি ওই পরিস্থিতি এবং সেন্সরশিপের ওপর জোর প্রদান উভয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য বিধান করতে চান?

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: অবশ্যই। আমি বলতে চাই আমরা যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি এটি তার একটি। একদিকে পরিচয় গোপন রাখা শিশু নির্যাতনকারীদের সুরক্ষা দেয়। অন্যদিকে পরিচয় গোপন রাখা দমননীতি চালানো সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তভাবে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। পরিচয় গোপন রাখা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চুরির পথ প্রশস্ত করে, আবার এটি মানুষকে এমন স্থানে একত্রিত হতে সাহায্য করে যেখানে তারা পরিচয় গোপন রেখে মুক্তভাবে কিছুটা হলেও মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়।

এর কোনটাই সহজ হবে না। আমি মনে করি এটাই হল সত্য বিবৃতি। আমি যেমনটি বলেছি আমি মনে করি আমাদের সবার বিভিন্ন চাহিদা, অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। তবে আমি মনে করি এই মূলনীতি আমাদেরকে পথ দেখাবে। আমরা খোলানীতির পক্ষে থেকে ভুল করব এবং তার জন্য সম্ভব সব কিছু করব। আমাদেরকে মানতে হবে যেকোন আইন বা মূলনীতিরই ব্যতিক্রম থাকবে।

সুতরাং কিভাবে আমরা এরপর এগোবো। আমি মনে করি, আমরা এখন অনুরোধ করব আপনাদের মধ্যে যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তারা এ নীতির বাস্তবায়নে আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমাদের প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য প্রয়োজন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে তাদের অধিকাংশের বয়সই ৪০-এর নিচে, তবে তাদের সবার বয়সই ৪০-এর নিচে নয়। যেসব কোম্পানি এসব নিয়ে কাজ করে আমাদের তাদেরকে প্রয়োজন। এবং আমাদের সেইসব সরকারের সমালোচনাকারীদের মতামত প্রয়োজন যারা এর সম্মুখভাগে রয়েছে। আপনি যে ভারসাম্যের কথা বলছেন আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে কিভাবে তা নিশ্চিত করতে পারি সে বিষয়ে চেষ্টা করার জন্যই আমাদের তা প্রয়োজন।

সঞ্চালক: হয়ত চলিশ (অস্পষ্ট)।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: (হাসি)

সঞ্চালক: ঠিক এখানে। হ্যাঁ।

প্রশ্ন: আমার নাম কোর্টনি র‍্যাড্‌শ। আমি 'ফ্রিডম হাউজে'র 'গ্লোবাল ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন' কর্মকর্তা। আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই-আপনি ব্যবসার বিষয়ে কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে লাভের কথা আগে চিন্তা না করে নৈতিক ও সঠিক কাজটি করতে। কিন্তু ব্যবসার লক্ষ্যই হল মুনাফা অর্জন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে? বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কি ধরনের ভূমিকা পালন করবে? এবং আপনি কিভাবে তাদেরকে সঠিক কাজটি করতে উৎসাহিত করবেন?

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: আমি মনে করি এটি এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। আমি জানি যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুনাফার জন্য ব্যবসায় নেমেছে। তাকে সঠিক কাজটি করতে বলা সবসময় বাস্তবে সম্ভব নয়। অন্যদিকে আমি মনে করি এখানে আরো একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রয়েছে। যেসব কোম্পানি পূর্বের প্রজন্মের স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নীতি অনুসরণ করে না তাদেরকে এর জন্য মূল্য দিতে হয়। সারা বিশ্বে ক্রেতাদের হাতে যে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী যাচ্ছে তা যাতে নিরাপদ হয় তা নিশ্চিত করতে সরকার ও ব্যবসায়ীদের একযোগে অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবে, কেননা পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্রেতাদের নিজেদের পক্ষে এ নজরদারি করা সম্ভব নয়।

তেমনিভাবে সেন্সরশিপের ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস করি যে ইন্টারনেট সংযুক্তির বিষয়ে কিছু নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা দরকার এবং আমি যেসব মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করলাম তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা ব্যবসার এবং আমি খোলামেলাভাবে বলতে চাই সরকারগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদে ভালো হবে। আমি বার্লিন দেয়াল পতনের উদাহরণ এখানে উলেখ করেছি। তথ্য চেপে রাখা খুব কঠিন কাজ। পূর্ববর্তী যুগে তথ্য চেপে রাখা কঠিন ছিল, বর্তমানে এটি আরো কঠিন। এর সাথে খাপখাওয়ানো, এর সাথে কাজ করা এবং এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যে আরো ভালো কি করা যেত- এগুলোই হল বিশ্বের প্রতিটি সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ।

সুতরাং আমি মনে করি সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মনে রাখা প্রয়োজন যখন তারা বিভিন্ন দেশে যায় এবং যখন তাদেরকে এ ধরনের সেন্সরশিপের মোকাবেলা করতে হয় যার ব্যাপারে আমরা শুনছি। এটি বিশেষত প্রযুক্তি কোম্পানি এবং অবশ্যই গণমাধ্যম কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে বেশি সত্য, তবে তা কখনোই কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য কোম্পানিগুলোও সেন্সরশিপের মোকাবেলা করে। সুতরাং এটি হল এমন একটি বিষয় যার মোকাবেলা আমাদেরকে করতে হবে এবং যে বিষয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হবে এবং আমাদেরকে যত বেশি সম্ভব সাধারণ বা পারস্পরিক স্বার্থসংশিষ্ট বিষয় খুঁজে বের করতে হবে এবং আমাদের সামনে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে আরো বেশি করে সাধারণ স্বার্থসংশিষ্ট বিষয় দাবি করতে হবে।

সঞ্চালক: বামদিক থেকে আমাদেরকে একজন প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন।

প্রশ্ন: ধন্যবাদ। আমার নাম এলি আবুজাকুক। আমি লিবিয়া ফোরাম ওয়েবসাইটের ডিরেক্টর। এটি লিবিয়ায় গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সুশীল সমাজের গঠনে কাজ করে। আমরা বহুবার আক্রমণ ও হ্যাকারদের শিকার হয়েছি। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে প্রশ্ন করতে চাই তিনি কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করবেন যাদের, আপনি জানেন, নিজেদেরকে রক্ষা করার মত প্রযুক্তি বা অর্থ নেই এবং কিভাবে হ্যাকারদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন যারা দেশের বাইরে থেকে কণ্ঠরোধ করতে চায় যে দেশে স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: এটি হল এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আমরা বিতর্ক করছি এবং কিভাবে এ প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচকভাবে দেয়া যায় তার উপায় খুঁজছি। আমরা আপনাদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাই। আমি সর্বশেষ প্রশ্নটি গ্রহণ করার পর, অ্যান মেরি স্টার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমার নীতি পরিকল্পনা ইউনিটের পরিচালক এবং উড্রো উইলসন স্কুলের প্রাক্তন ডিন, যিনি আন্তঃসংযোগ এবং নেটওয়ার্কের সংযোগের বাস্তবতার অলোকে কিভাবে আমাদের বিশ্বকে দেখা উচিত সে বিষয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন, এক আলোচনায় সভাপতিত্ব করবেন। আমি আশা করি এ

বিষয়ে যাদের ধারণা, পরামর্শ, সতর্কতা, উদ্বেগ আছে তারা তাতে উপস্থিত থাকবেন এবং এ বিষয়ে প্রকৃত অর্থেই বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নেবেন।

সঞ্চালক: ধন্যবাদ। মাঝের সারিতে। মাইক্রোফোনের ঠিক পাশেই।

প্রশ্ন: আমি ডা. নগুয়েন ডিনথাং। আমি বিপিএসওএস-এ কাজ করি। আমরা ভিয়েতনামিজ আমেরিকান এবং ভিয়েতনামে বসবাসকারী ভিয়েতনামীদের সাথে কাজ করি। আপনার উদ্যোগ বাস্তবরূপ নিতে কিছু সময় লাগবে, অন্যদিকে এই কিছুদিন আগে ভিয়েতনামের সরকার বেশ কয়েকজন ব্লগারকে পাঁচ থেকে এমনকি ১৬ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। সুতরাং আপনার মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কি করবে এবং ভিয়েতনামের এ ধরনের জরুরি পরিস্থিতিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিভাবে মোকাবেলা করবে?

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: আমরা শুধু বগারদের আটক, বিচারে দোষী সাব্যস্তকরণ এবং কারারুদ্ধ করার বিরুদ্ধে নয় বরং কিছু কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু, নারী ভিক্ষু এবং অন্যান্য যারা হয়রানির শিকার হয়েছে তাদের বিষয়েও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছি।

ভিয়েতনাম অনেক উন্নতি করেছে এবং দেশটি প্রবল আগ্রহ ও গতি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। তাদের অভ্যন্তরীণ মতামতকে ভয় পাওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি না। আসলে আমি চাই যদি কোন সরকার কোন ব্লগারের বা ওয়েবসাইটের মতামতের সাথে একমত পোষণ না করে তাহলে তারা তাদের সাথে যুক্তিতর্কে যেতে পারে, বিতর্ক করতে পারে। আপনারা কি করছেন তা ব্যাখ্যা করুন। বিপরীত তথ্যগুলো প্রদান করুন। ব্লগারদের অবস্থানের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরুন।

সুতরাং আমি আশা করছি ভিয়েতনাম সে পথে এগিয়ে যাবে, কেননা গত কয়েক বছরে আমরা সেখানে যে অগ্রগতি দেখেছি এটি তার সাথে জড়িত।

সঞ্চালক: ধন্যবাদ। পেছনে ওপরের দিকে।

প্রশ্নকর্তা: নোরা ভন ইনজারবেন। আমি 'অ্যাসোসিয়েশন ফর কমপিটিটিভ টেকনোলজি' নামক প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। ম্যাডাম, আপনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর সঠিক কাজটি করা উচিত, শুধু মুনাফার জন্য যেটা ভালো সেটা নয়। কিন্তু যদি আমার কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের হয় এবং চীনে আমার কোম্পানির শাখা থাকে এবং চীনা সরকার আমাদের কর্মীদের তথ্যের জন্য তাড়া করে, এবং আপনি জানেন, আমরা বাধা প্রদান করেছি, যার ফলে আমার কর্মীদেরকে জেলে ঢোকানো হয় এবং যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি করতে পারবে? বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি করবে?

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: আমরা অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করব। এবং আমরা যেমনটি আমি বলেছি, চীনা সরকারের সাথে খোলামেলা ও গঠনমূলক আলোচনা শুরু করব। চীনা বন্ধুদের সাথে অত্যন্ত খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের একটি ইতিবাচক বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমি মনে করি আমরা একটি সমঝোতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে আমাদের মতের অমিল রয়েছে। আমাদের সাথেও তাদের মতের অমিল রয়েছে। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আছে; আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আছি। তবে আমরা অবশ্যই চীনের ক্রমাগত

উদারতাকে উৎসাহিত ও সমর্থন করি, কেননা আমরা বিশ্বাস করি এটি চীনে স্থানীয় পর্যায়ে আমরা যে গতিশীল প্রবৃদ্ধি ও গণতন্ত্রায়ন দেখতে পাচ্ছি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তিবিশেষের ঘটনায় আমরা প্রতিবাদ জানাতে থাকব। তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে, আমরা এমন ধরনের আলোচনা প্রত্যাশা করি যার মাধ্যমে বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানে যে অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে তাতে পরিবর্তন আনবে।

সঞ্চালক: ধন্যবাদ। মাঝের সারির একেবারে পেছনের আপনি যদি দুইসারির মাঝখানের পথটিতে আসতে পারেন, আমরা তাহলে আপনাকে একটি মাইক্রোফোন দিতে পারি, তারপর আমরা আপনার কাছে আসব। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন: ভার্জিনিয়ার এডামস সেন্টার থেকে ইমাম মোহাম্মদ মজিদ। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হল: আপনি যখন সামাজিক নেটওয়ার্কিংয়ের কথা বলছেন, আমরা তখন পশ্চিমের তরুণদের, মুসলমান তরুণদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। আপনি কি পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে তরুণদের ফোরামে খোলামেলা আলোচনা করবেন? কেননা তরুণরা যেসব কারণে চরমপন্থী হয়ে যায় তার একটি হল যখন তারা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বা বিদেশে তাদের সরকারের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে তখন তারা তাদের মতামত প্রকাশের কোন পথ পায় না। আপনি কি সেইসব মতামত খোলামনে গ্রহণ করবেন?

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: হ্যাঁ, আমি গ্রহণ করব। প্রকৃতপক্ষে কায়রোতে প্রেসিডেন্টের ভাষণের প্রেক্ষিতে আমরা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করছিলাম আমাদের গণসংযোগ, বিশেষত মুসলমান তরুণদের জন্য। আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত যে শুধু মুসলমান বিশ্বের তরুণরাই নয়, সারা বিশ্বের তরুণরাই ক্রমাগত কর্তৃপক্ষ, সরকার, সব ধরনের প্রতিষ্ঠান যেগুলো ঐতিহাসিকভাবে সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কেননা তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এত বেশি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত যা আমাদের প্রজন্ম ভালভাবে বুঝতে পারে না।

আমেরিকায় অধিকাংশ তরুণ গণমাধ্যম বা মিডিয়ার সাথে দিনের আট ঘণ্টা কাটায়। অর্থাৎ ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, টেলিভিশনের সাথে কাটায়, আপনি চিন্তা করে দেখুন! দিনের আট ঘণ্টা! তারা স্কুলে যতটা সময় কাটায়, পরিবারের সাথে যতটা সময় কাটায় এটি তার চাইতেও বেশি। অনেকসময় তারা যতটা সময় ঘুমিয়ে থাকে এটি তার চেয়েও বেশি সময়।

সুতরাং যখন আপনি তরুণ প্রজন্মের ক্ষেত্রে এ তথ্য সংযোগের শক্তি নিয়ে চিন্তা করবেন, তখন আমি মনে করি না আমার প্রজন্মের মানুষের মনে এ কারণে ভীতির সৃষ্টি হওয়া উচিত। আমাদের এগুলোকে বন্ধ বা প্রতিহত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। আমরা আরো ভালোভাবে কিভাবে একে কাজে লাগাতে পারি আমাদের সে চেষ্টাই করা উচিত। আপনি শতসহস্র বছর আগের কথা ভাবুন; তখন কিভাবে মূল্যবোধ একের কাছ থেকে অন্যের কাছে যেত? আগুনের চারপাশে বসে থেকে, কিভাবে মূল্যবোধের আদান-প্রদান হত? বাড়িতে পিতামাতা ও পিতামহ ও পিতামহীদের কাছ থেকে। বর্তমানে মূল্যবোধের আদান-প্রদান হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আমরা একে বন্ধ করতে পারি না।

সুতরাং আসুন আমরা দেখি বিশেষত তরুণ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য আমরা আরো ভালোভাবে কিভাবে একে ব্যবহার করতে পারে এবং এতে অংশগ্রহণ করতে পারি। তারা অনেকসময় তথ্য জানতে চায়। তারা প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। অন্তত এখন পর্যন্ত আমার জানা মতে অধিকাংশ সমাজেই, তরুণ প্রজন্ম যদিও অনেকটা সময় প্রযুক্তির সাথে

কাটায়, যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তারা মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কাদের কাছে দিক নির্দেশনা খোঁজে, তারা তাদের পরিবারের কথাই বলে। তবে যদি পরিবারগুলো মনে করে তাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আগামী প্রজন্মের সাথে তাদের যোগাযোগ ক্রমাগত বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং অনলাইনে তরুণ প্রজন্ম কি করছে তারা তা জানতে পারছে না, তখনই আমরা সমস্যা দেখতে পাই।

এখন অনলাইনে অনেক প্রতারক রয়েছে, তারা কেবল মুসলমান তরুণদের জন্য ভয় বা উদ্বেগের কারণ নয়, তারা সব জায়গার নানা বৈশিষ্ট্যের তরুণ সমাজের জন্যই ভয় বা উদ্বেগের কারণ।

সুতরাং আমরা যে এই প্রযুক্তির শক্তি অনুধাবন করতে পেরেছি এবং তরুণ প্রজন্মকে এর মাধ্যমে এবং এর বিষয়ে যুক্ত করতে পেরেছি তা নিশ্চিত করতে কেবল আমাদের সরকার নয়, আমাদের পরিবার, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আমাদের অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

সঞ্চালক: আপনি যখন কথা বলছিলেন, তখন আমরা দেখতে পেয়েছি অনেকেই হাত তুলেছেন। দেখি একেবারে ডান দিকে বসা তরুণীটি কি বলতে চান।

প্রশ্ন: অনেক ধন্যবাদ, মাননীয় মন্ত্রী। সালিভান ফাউন্ডেশনের বাগি গিলামিখায়েল বলছি। আমাদেরকে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে বলার জন্যও ধন্যবাদ। এখন আমি জানতে চাচ্ছি কিভাবে আমরা আবেদন করতে পারি, আমাদেরকে কোন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং এ কক্ষে কি এমন কেউ আছেন যার সাথে পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে পারি? আবারো ধন্যবাদ জানাই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: ধন্যবাদ। আমাদের প্যানেল ছাড়াও আমাদের দলের অনেক সদস্যই এইসব উদ্যোগের বিষয়ে কাজ করছে এবং আমরা অবশ্যই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি। আমরা যদি আপনাকে আমন্ত্রণ করে থাকি, তাহলে আমরা জানি কিভাবে আমরা আপনাকে পেতে পারি। সুতরাং এইসব কর্মসূচি অর্থাৎ বর্তমানে যেসব কর্মসূচি রয়েছে এবং আমরা যেসব কর্মসূচির পরিকল্পনা করছি সেগুলো সম্পর্কে যাতে আপনি তথ্য পান আমরা তা নিশ্চিত করব।

সঞ্চালক: এই কক্ষে কেউ পরিচয় গোপন করছে না (হাসি)। আসলে আমাদের আর একটি প্রশ্ন নেবার মতই সময় আছে। তবে আমি আপনাদের এ প্রশ্নোত্তর পর্বের পরপরই সংযোগ প্রযুক্তি এবং কূটনীতির ওপর অ্যান-মেরি স্টারের সভাপতিত্বে যে প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে তাতে উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করব। আমি নিশ্চিত কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনারা সেখানে পাবেন।

চলুন একেবারে বাঁ দিক থেকে আমরা সর্বশেষ প্রশ্নটি নিয়ে নেই। আমরা কি একটি মাইক পেতে পারি? ধন্যবাদ।

প্রশ্ন: অনেক ধন্যবাদ। এই অনুষ্ঠানে আপনার চমৎকার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ। হার্ভার্ড ইউনির্ভাসিটি থেকে মেরি পারকিন্স বলছি। হাভার্ডে আমরা ইন্টারনেটের একটি বিশেষ দিক- ডিজিটাল বিভক্তির বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। আপনি যে ছোট মেয়েটির কথা বললেন এসএমএস পাঠানোর কারণে যাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তার কথা ভেবে আমার মনে একটি প্রশ্ন আসছে যে যদি এ প্রযুক্তি আরো মানুষের হাতে থাকত তাহলে এর মাধ্যমে আরো কত মানুষকে বাঁচানো যেত?

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: অবশ্যই।

প্রশ্ন: সুতরাং প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কেবল ইন্টারনেট ব্যবহারে স্বাধীনতা নয়, বিনামূল্যে সকলের জন্য ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে কি করা যেতে পারে, বিশেষত এ মুহূর্তে হাইতির জন্য কি করা যেতে পারে?

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আপনি জানেন আমাদের জন্য এবং বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই এটি একটি বর্তমান বিবেচনার বিষয়। আমরা চারশ' কোটি মোবাইল ফোন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি। আর এতে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে যেসব বার্তা পাঠানো যাচ্ছে এসব কারণেই মোবাইল ফোন যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হচ্ছে। অনেক গোষ্ঠী, এনজিও এমনকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা অত্যন্ত কম মূল্যে মোবাইল ফোন দিচ্ছে।

আমরা যত কম মূল্যে সম্ভব এ প্রযুক্তি প্রদানের জন্য উৎসাহদান অব্যাহত রাখব যাতে যত বেশি মানুষের কাছে সম্ভব তা পৌঁছে দেয়া যায়।

তবে আমরা মনে করি আমরা বিশাল অগ্রগতি অর্জন করেছি। দশ বছর আগে আমরা এমনকি আমাদের নিজ দেশের ভেতর ডিজিটাল বৈষম্য নিয়ে কথা বলেছি। আমরা তা কমিয়ে আনছি, তবে এখনো এ সুযোগ লাভের বিষয়ে, এর মূল্যের বিষয়ে কথা হচ্ছে। আমাদেরকে একথা স্বীকার করতে হবে যে অনেক সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে যেগুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। এগুলো বিনামূল্যে পাওয়া যাবে না। তবে সকলের কাছে যাতে তা পৌঁছে দেয়া যায় সেজন্য বহুভাবে চেষ্টা করা যেতে পারে। এটি প্রযুক্তির ওপর ওবামা প্রশাসনের সামগ্রিক নীতির অংশ, কেবল কূটনৈতিক বা উন্নয়ন নীতির অংশ নয়।

জনাব অধ্যাপক, ধন্যবাদ আপনাকে।

সঞ্চালক: ধন্যবাদ, মাননীয় মন্ত্রী। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন: ধন্যবাদ, আলবার্তো। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। (হাততালি)

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/২০১০